প্রথম আলো

তারিখ ... 13 JAN 2014 ...
পৃষ্ঠা ... ৩ ... কলাম ... ২ ...

জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়

অবশেষে পদত্যাগ করছেন উপাচার্য আনোয়ার হোসেন

জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিনিধি ●

জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য মো. আনোয়ার হোসেন পদত্যাগ করছেন। গতকাল রোববার তিনি এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন। আজ সোমবার তিনি রাষ্ট্রপতির কাছে পদত্যাগপত্র জমা দিতে পারেন বলে জানা গেছে।

উপাচার্য আনোয়ার হোসেনের পদত্যাগের দাবিতে শিক্ষকদের একটি অংশ প্রায় নয় মাস ধরে বিশ্ববিদ্যালয়ে আন্দোলন করছেন। এই দীর্ঘ সময় ধরে পদত্যাগের দাবিতে শিক্ষকেরা বিশ্ববিদ্যালয়ের দুই সহ-উপাচার্য, রেজিস্ট্রার ও উপাচার্যকে দুই দফায় অবরুদ্ধ করেন। এ ছাড়া উপাচার্যকে অবাঞ্ছিত ঘোষণা, ক্লাস বর্জন, বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশাসনিক ভবন অবরোধ, সিনেট-সিন্ডিকেটসহ অন্যান্য প্রশাসনিক সভা প্রতিরোধসহ নানা ধরনের কর্মসূচি পালন করেন আন্দোলনকারী শিক্ষকেরা। আন্দোলনের মুখে আনোয়ার হোসেন গত ২৪ অক্টোবর এক সংবাদ সম্মেলনের মাধ্যমে জাতীয় নির্বাচনের আগে জাকসু এবং উপাচার্য প্যানেল নির্বাচন দিয়ে তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ফিরে যাবেন বলে ঘোষণা দেন। সর্বশেষ গতকাল তিনি পদত্যাগের কথা জানান। এ বিষয়ে জানতে চাইলে তিনি *প্রথম আলোকে* বলেন, 'আমি পদত্যাগ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছি। যত দ্রুত সম্ভব পদত্যাগ করব। এখন রাষ্ট্রপতির সঙ্গে দেখা করার চেষ্টা করছি।'

২০১২ সালের ২০ মে জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যের দায়িত্ব পান আনোয়ার হোসেন। এরপর ওই বছরের ২৫ জুলাই তিনি নির্বাচিত উপাচার্য হিসেবে দায়িত্ব নেন। দায়িত্ব গ্রহণের পর আগস্টে মীর মশাররফ হোসেন হলে পুলিশ প্রবেশের ঘটনাকে কেন্দ্র করে বিশ্ববিদ্যালয়ে ভাঙচুরের ঘটনায় উপাচার্যের পদত্যাগ দাবি করে শিক্ষক সমিতি। পরে সমিতি তাদের দাবি থেকে সরে আসে। এ ছাড়া গত বছর ফেব্রুয়ারিতে এক ছাত্রের মৃত্যুকে কেন্দ্র করে বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাঙচুরের ঘটনায় উপাচার্যের পদত্যাগের দাবি করে শিক্ষক সমিতি। শিক্ষক সমিতির দাবির মুখে গত ১৩ ফেব্রুয়ারি আনোয়ার হোসেন পদত্যাগের ঘোষণা দিলেও পরে তা প্রত্যাহার করেন। শিক্ষক সমিতিও পদত্যাগের দাবি থেকে সরে আসে। এরপর গত বছর বিশ্ববিদ্যালয় শাখা ছাত্রলীগের সাধারণ সম্পাদকের হাতে এক শিক্ষক লাঞ্ছনার ঘটনায় তৃতীয়বারের মতো উপাচার্যের পদত্যাগ দাবি করে শিক্ষক সমিতি। গত এপ্রিল থেকে শিক্ষক লাঞ্ছনার বিচার না হওয়া, গণমাধ্যমে শিক্ষক-শিক্ষার্থী সম্পর্কে অনাকাঙ্ক্ষিত বক্তব্য প্রদানসহ ১২টি অভিযোগে উপাচার্যের পদত্যাগের দাবিতে আন্দোলন শুরু করে শিক্ষক সমিতি। এর কয়েক মাস পরে সমিতির পরিবর্তে সাধারণ শিক্ষক ফোরামের ব্যানারে আন্দোলন শুরু করেন শিক্ষকেরা। সর্বশেষ ফোরামের ব্যানারে আন্দোলন স্থগিত করে শিক্ষক-শিক্ষার্থী, কর্মকর্তা-কর্মচারী ঐক্য ফোরামের ব্যানারে আন্দোলন শুরু হয়, যা এখনো চলছে।

প্রায় নয় মাস ধরে চলমান সংকট নিরসনে শিক্ষাসচিব, শিক্ষামন্ত্রী ও শিক্ষা মন্ত্রণালয়-সম্পর্কিত সংসদীয় স্থায়ী কমিটি হস্তক্ষেপ করে। কিন্তু নিরসন না হওয়ায় গত ৭ নভেম্বর রাষ্ট্রপতি আবদুল হামিদ উপাচার্য এবং আন্দোলনকারী শিক্ষকদের নির্দেশনা দেন। রাষ্ট্রপতির নির্দেশনার পরও সংকট নিরসন হয়নি।